ইতালিতে প্রথম নবজাগরণ সংঘটিত হওয়ার কারণ:-

ইংল্যান্ডের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক ছিল পরিবর্তনের যুগ। এই যুগে ঘটে সাতটা নবজাগরণ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এদের মধ্যে চতুর্দশ শতকে চতুর্থ শতকে শুরু হয় ইতালির নবজাগরণের প্রবাহ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময় ইতালির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই নবজাগরণের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিল। ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জেনোয়া ও লুক্কা প্রভৃতি ইতালির বিশেষ শহর উল্লেখ্য। এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেন কনস্টান্টিনোপল থেকে আগত পণ্ডিতেরা। এই সব শহরে অবস্থিত ধনীদের সমর্থন ও আশ্রয় পেয়ে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন। ইতালির এই নতুন যুগের চিন্তাধারা অন্যান্য শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ ইতালির নবজাগরণকে কেন্দ্র করে ইতালি আবার বুদ্ধিবৃত্তিতে হয়ে ওঠে। সঠিকভাবে দেখতে গেলে চতুর্দশ শতকে ঘটে সাতটা " ইতালির রেনেসাঁস" যা দিয়েছিল নতুন ধরনের সংস্কৃতির যার ধারা প্রবাহিত হয় প্রায় ২০০ বছর।

নবজাগরণের ফলে, বিজ্ঞান, ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষের নতুন আগ্রহ আসে, শুধু তাই নয়, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এই জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে। এই সময়কার বিভিন্ন চিত্রকলায় পরিস্ফুট হয় যে "মানুষ" বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ইতালীয় চিত্রশিল্পীরা অধিক বেশি সচেতনতার সঙ্গে

মানুষের ছবি আঁকতে শুরু করেন। নবজাগরণের অন্যান্য চিত্রকররা নবজাগরণের বিস্তারে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। এই সময় ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উৎসাহ আসে এবং পরিবর্তন আসে। ফ্লোরেন্স, পিসা, জেনিজ, মিলান এবং রোমের সহ বিভিন্ন নগররাষ্ট্রগুলি উৎসাহিত হয়ে উঠে নতুন ধরনে। এই নগরগুলির রাজনৈতিক স্থিতি উন্নত হয়ে ওঠে। নগরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য গঠনে বিরাট পরিবর্তন আসে। বলা যায় ইতালির নবজাগরণ সমস্ত ইউরোপ জুড়ে ছড়ায়।

ইতালির রেনেসাঁসের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে এই যুগে একটি প্রাচীন সভ্যতার (যে সভ্যতার ভিত্তি ছিল গ্রীস ও রোম) অনুসন্ধান করে তাতে আধুনিকতার নিখুঁত ধাঁচে একটি নতুন সভ্যতার বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই আধুনিকতার নিখুঁত বিষয়টি ছিল রেনেসাঁসের প্রাণকেন্দ্র। এই বিষয়টি কী ছিল তা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় — এখানে ছিল একটি নতুন দিগন্ত আবিষ্কার, নতুন জ্ঞানের আকুতি, মানবতাবাদী প্রবণতা, অতীত যুগের অনুসন্ধিৎসা মন তৈরি হয়ে যাওয়া এবং পুরানো পৃথিবীর গুণগত দিক তুলে ধরে, প্রতিক্রিয়াকে বর্জন করে নতুন পথ তৈরির চেষ্টা। এই জন্য শিল্প, সাহিত্য ও ধর্ম প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইতালিতে নতুন ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল।

ইতালির দিকে তাকালে এই সময় দেখা যায় ইতালির সর্বত্র নৃতত্ত্ব ও প্রাচীন রচনাসমূহকে আবিষ্কার করার একটি প্রবণতা রয়েছিল। বিভিন্ন পুরানো সংস্কৃতি, অধ্যেতারা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, রাজারাজড়া পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং প্রাচীন ইতিহাসচর্চার শুরু হয়েছিল। এই সময় ইতালির কিছু অভিজাত শ্রেণী এবং বিশেষ কিছু অভিজাত পরিবার নবজাগরণের প্রসারে সাহায্য করে। যেমন — মিলানের ভাইকাউন্ট এবং সোফোর্জা পরিবার, মান্টুয়ার গনজাগেস পরিবার, সেলিসিয়া

স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের বিকাশ উন্নতি লাভ করেছিল। তাদের মধ্যে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে - Lorenzo - De - Medici এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য চিত্রকর অতিরিক্ত ছাড়া মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি প্রমুখেরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ফ্লোরেন্স একাডেমীতে শিল্পশিক্ষা এই সময় থেকেই শুরু হয়। এই সময়কার বিখ্যাত ভাস্কর্যকার ছিলেন - Pillppo - Brunellesci, রাষ্ট্রচিন্তার দিক থেকে এই সময়কার বিখ্যাত চিন্তাবিদ ছিলেন নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি। ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন যে, রাজা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য যা করা উচিত মনে করবেন তাই করবেন। ম্যাকিয়াভেলিকে বলা হয় "আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক"। এছাড়াও, রাষ্ট্রের কল্যাণকামীরূপে প্রথম ইতালির রেনেসাঁসের মাধ্যমে স্থিত ইতালির রেনেসাঁস যে নতুন চিন্তাধারা আসে তার পটভূমি রচিত হয়েছিল স্বাধীন নগর গুলিতে।

ইতালির নগরগুলি ছিল বাণিজ্যবিপ্লবের কেন্দ্র স্থল, তাদের একটি নাগরিক রূপ ছিল। অভিজাত ও বিত্তশালী শ্রেণী নগর নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে 'Guilt field' ছিল। এটি ছিল পেশাদার নাগরিক সংগঠন। এই নাগরিক সংগঠন গুলি ইতালির ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। ইতালির রেনেসাঁসে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এবং এর ফলে ইতালি প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে থাকে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, নগরের অবস্থান স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে তোলা এবং সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অভাব ইতালিতে রেনেসাঁস সম্ভব করেছিল। অনেকে রেনেসাঁস ব্যাখ্যা করতে গেলে, ইতালির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করতে ইতালির নগর গুলির কথা বলতে হবে।

ইতালির রেনেসাঁসে নগর ও তার সংস্কৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাতান্ত্রিক নগরগুলিতে নাগরিকতা ছিল বিশেষভাবে অধিকার সচেতন। এই অধিকার সচেতনতা বলি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের বা স্বাতন্ত্র্যবাদের পরিচায়ক ছিল। ইতালির নগরগুলি শুধু সংস্কৃতি বহন করেনি, এগুলি সংস্কৃতি বিনির্মাণ করেছিল। বড়ো নগরগুলি ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখানে পণ্য বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে আদানে সংস্কৃতি বিনিময়ও সম্ভব হয়েছিল। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন (যথা- Uoitbur) - রেনেসাঁসের আগে নগর গড়ে উঠলেও রেনেসাঁসের সময় ইতালির নগরায়ন বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল। যেমন ইতালির নগরে নগরে এই সময় এমন একটি অভিজাত জমিদার বর্জোয়া শ্রেণি নতুন একটি শ্রেণী তৈরি হয়েছিল। শহরগুলি বস্ত্র শিল্পে, ধাতু শিল্পে ক্ষমতা উন্নত হয়েছিল। সমুদ্রতীরে স্থাপিত হয়েছিল বহু নতুন কারখানা। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় ইতালির রেনেসাঁসে অঞ্চলে রাষ্ট্রের ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইতালির রেনেসাঁসে আর্থিক পটভূমি রচনায় অনেকটাই সাহায্য করেছিল ব্যবসা বাণিজ্য। আরবদের মতো ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যের অনেকটাই গড়ে উঠেছিল ইতালি মারফত। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার পুঁথি ও জ্ঞানভান্ডারকে বুকে করে বহু গ্রীক পণ্ডিত পাড়ি দেন ইতালিতে। ইতালির বিভিন্ন নগরে এই পণ্ডিতরা সমীহ ও সমাদর পেতে থাকেন। ফলে ইতালির নগরগুলিতে গ্রীক সভ্যতার সংমিশ্রিত রূপ দেখা যায় যা নবজাগরণকে অনেক অনেক এগিয়ে নিয়ে যায়।

ইতালির রেনেসাঁস প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ। অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ইতালির বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে ছিল শিক্ষার নতুন ইতিহাস। এদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখ্য। যেমন- প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বোলোনিয়া

আইজাক নিউটন, গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সারা ইউরোপের ও অন্যান্য বিদ্যা চর্চায় ছিলেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষা ও অন্যান্য ভাষা বিশেষত হিব্রু শিক্ষা চলে। ফলে বহু পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধারের দিকে পণ্ডিতদের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। এই আলোকিত মনই পরে মানবতাবাদের জন্ম দিয়েছিল। — সে মানবতাবাদ ছিল রেনেসাঁসের প্রাণবায়ু।

ইতিমধ্যে ইতালিতে দাস ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছিল। প্রাচীনকালে বহু শহরে দাস প্রথা উঠে গিয়েছিল। অন্যান্য বিভিন্ন কারণের সাথে এই কারণেও ইতালির নগরগুলি অন্যরকম ছিল। ইতালির শহরে শ্রমজীবি শ্রেণী, নব অভিজাত শ্রেণী এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটলেও কৃষকদের অবস্থা ভালো ছিল না। অনেক সময় খাদ্য ও অন্যান্য সংকট ঘটার ফলে কৃষকশ্রেণীর ওপর সাংগঠনিক চাপ বাড়ত কিন্তু তাতে রেনেসাঁস আটকে পড়েনি।

রেনেসাঁসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছিল ঐ ইতালিতে সেখানে পুরানো সেলাগুলিকে আবার নতুন করে গোছানো হয়েছিল। ফলে যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছিল ইতালিতে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ইতালিতে তাদের কাঁধা খুলেছিল। ফলে পুঁজির উদ্ভব, ঋণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বাণিজ্যিক বিকাশ ইতালিয় রেনেসাঁসের অর্থনৈতিক দিক সমৃদ্ধ করেছিল। ইতালির রেনেসাঁসে নগরগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ফ্লোরেন্স। রেনেসাঁসের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরির জন্য এই ফ্লোরেন্স নগরীর উত্থানের কথা ওয়ার্নার সমবার্ট, ফার্নান ব্রোদেল, স্বীকার করেছেন। সমবার্টের মতে, রেনেসাঁসের পরোক্ষ ফল হিসাবে "বুর্জোয়া" শ্রেণী ইতালিতে ফ্লোরেন্সকে কেন্দ্র করে বিকশিত হতে থাকে। মিলান, ভেনিস ও নেপলস ও এ ব্যাপারে

খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। বেশকিছু অর্থনৈতিক ইতিহাস অনুসারী R.S. Lopez এর লেখায় দেখা গেছে— দ্বাদশ শতকে ছিল "বাণিজ্যিক বিপ্লবের প্রবর্তক"। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল ইতালি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আতঙ্ক ছিল সমকালীন। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ আতঙ্কের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির তত্ত্ব Lopez স্বীকার করেননি। এই অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি মহামারিকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ অনেক ঐতিহাসিকই বলেছেন এই মন্দা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ছোট শহরগুলি ক্ষীণ হলেও বড় বড় শহরগুলির বিকাশ ও সমৃদ্ধি চিরই ছিল মাঝে মাঝে উন্নতি দেখা গিয়েছিল। যেমন পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় শতকে, তবে এই বিষয়ে বলা যায় যে ইতালির রেনেসাঁসেও অবনতি সমৃদ্ধির উর্ধ্বগতি দেখা যায়নি মাঝে মাঝে নিম্নগতি দেখা গিয়েছে তবে ইতালির রেনেসাঁসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি রেখেছে।

সবশেষে বলা যায় অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের ইতালিকে অতিক্রম হতে হয়েছিল। ইতালির নিম্নাঞ্চল দুর্ভাগের মধ্যেও সংকট ছিল তা তাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। যেমন উত্তর ইতালি ও মধ্য ইতালির মধ্যে সংঘাত। উত্তর ইতালিতে ছিল নব উত্থিত নব অভিজাত শ্রেণী। অং মধ্য ইতালিতে ছিল বাণিজ্য ও শিল্প নির্ভর কমিউনিটি। এই দুই আঞ্চলিকতার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বহু চিন্তা লাভ করেছিল। নানা অবস্থার আবর্তন সত্ত্বেও এই চিন্তা বেঁচেছিল। এই কারণেই ইতালির রেনেসাঁস শুধু ইতালির কাছে নয় তা ইউরোপের কাছে আজও উল্লেখযোগ্য।